সংবাদ

তারিখ ... 28. MAR.2017
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ৪ .....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্ম চারী আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু

ডক্টর সেলু বাসিত

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৯ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে ২য় বর্ষের ছাত্র তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ চলছিল। দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে পেশাগত আন্দোলন শুরু হয়। সে-সময় কর্মচারীদের বেতন ছিল ১১ থেকে ১৪ টাকা। চাকরির শুরুতে কর্মচারীদের অধিকাংশই কোন নিয়োগপত্র পেত না। চাকরিতে স্থায়ী হতে তাদের নানা ভোগান্তি তো ছিলই, ছিল অকারণে চাকরিচ্যুতির হুমকি। কর্মচারীদের জন্য থাকার কোনো স্থায়ী/অস্থায়ী বাসস্থান কিংবা আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না।

কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন দেন- দরবার চালিয়ে আসা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায়, ন্যায্যতা আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ থেকে থেকে কর্মচারীরা ধর্মঘটে চলে যান। বঞ্চনা আর ক্ষোভ থেকে সে বছর ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজও সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসে। ৩ মার্চ সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ক্লাস বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে ৫ মার্চ পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় একটি ছাত্রসভা। এই সভায় ছাত্ররা স্থির করে যে কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া যতক্ষণ না আদায় হবে, কর্তৃপক্ষ যতদিন না স্বীকার করবেন তাদের দুর্দশার প্রতিকার, ততদিন পর্যন্ত তারা সহানুভূতি সূচক ধর্মঘট অব্যাহত রাখবে। ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্যায়ে বিশ্বদ্যিালয়ের মুসলিম ছাত্রলীগ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে কর্মচারীরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এই আন্দোলনের কর্মসূচির প্রতি ছাত্রদের সমর্থনে এবং সহযোগিতা কর্মচারীদের মধ্যে সাহস জোগায়, আত্মবিশ্বাস প্রদান করে, হতাশা থেকে আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে।

শেখ মুজিব ছাত্র নেতা এবং একজন যুবকর্মী হিসেবে এই আন্দোলনকে শুধু সমর্থনই করেননি, এক সময় তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সে সময় অন্যান্যের মধ্যে নাঈম উদ্দিন আহমেদ, মোল্লা জালাল উদ্দিন, আবদুস সামাদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, কল্যাণ দাশগুপ্ত, নাদেরা বেগম, অলি আহাদ, দবিরুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রনেতাও এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র নেতাদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় কর্মচারীদের আন্দোলন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের নির্দেশানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলন মোকাবিলা করতে গিয়ে নেতিবাচক পন্থায় দমন করার উদ্দেশ্যে ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয় আন্দোলন অনুসারী ও নেতৃত্বে যুক্ত ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৬ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের জন্য এবং ১৫ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। একজনকে ১০ টাকা জরিমানা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৫ জনকে ১৫/- টাকা করে জরিমানা করা হয় এবং মুচলেকা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের E.C.M. (Executive Council Minutes), dated 26.3.1949-এর উল্লেখ করা হয়েছে:

.....(3) That the following attached students be fined Rs. 15/- each and be allowed to continue as attached students subject to the condition that they furnish individually a guarantee of good conduct endorsed by their guardians in the prescribed form to relevant provost on or before the 17 April, 1949.

1. Sk. Mujibur Rahman II year LLB Roll 166 S.M.H.
2. Kalayan Chandra Dasgupta I year MA Roll 61 D.H.
3. NaimuddinAhmed II year LLB. Roll 22, S.M.H.
4. Nadera Begum I year Roll 39 S.M.H.
5. Muhammed Abdul Wadud 1 year BA Roll 154. F.H.

কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক হরতাল ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হয়। শাস্তিপ্রাপ্ত অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শর্ত মেনে জরিমানা পরিশোধ করে ছাত্রত্ব বজায় রাখেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শর্ত মেনে ১৫ টাকা জরিমানা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে ফিরে আসার প্রস্তাব শেখ মুজিব প্রত্যাখান করেন। শেখ মুজিব প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে, তিনি ফিরে আসবেন দেশকর্মী হিসেবে- ছাত্র হিসেবে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার-তিরস্কারের পর তিনি কারান্তরালে চলে গেলেও মানুষের অন্তরে স্থান করে নেন। দু/আড়াই বছর পর ফিরে আসেন ভাষা আন্দোলনে জাতিগত চেতনার স্ফূরণ ছড়িয়ে দিতে। এসেছিলেন জাতীয় নেতৃত্বের এক আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে। শেখ মুজিবের জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে এবং বাঙালির জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলন আর ভাষা আন্দোলনের দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা ছিলো এক মাইলফলক।

॥ তিন ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৪-৮-২০১০ তারিখে জাতির জনকের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তে বলা হয় ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ, শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্রত্ব বাতিলের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের বিষয় বিবেচনা করা হয়।

'সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ১৯৪৯ সালে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আইন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র (রোল-১৬৬, এস, এম হল) শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ২৬ মার্চ, ১৯৪৯ সালে যে জরিমানা ও অভিভাবক প্রত্যায়িত মুচলেকা প্রদানের ও অনাদায়ে ছাত্রত্ব বাতিলের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, আজকের সিন্ডিকেট সেই সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করে।

সভা মনে করে যে, ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তিকৃত ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্বদান ছিল তার অসাধারণ দূরদর্শী ও জ্ঞানদীপ্ত গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অধিকন্তু এটি ছিল ঐ সময়ের সাহসী ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিণির্মাণে একটি সাহসী পদক্ষেপ। কর্মচারীদের ন্যায়সংগত আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ ছিল যথার্থ। তাকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, অনৈতিক, ন্যায়বিচার ও Rule of audi alterem partem-এর পরিপন্থী ছিল বলে আজকের সভা মনে করে। তাই ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্বরিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত উক্ত বহিষ্কারাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সর্বসম্মতিক্রমে আজ (১৪-৮-২০১০) প্রত্যাহার করছে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তানুযায়ী জরিমানা ও মুচলেকা প্রদান না করে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান যে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছিলেন তা এ সভা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্য যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ সভা তাদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

এ সভা মনে করে এ বহিষ্কারাদেশ বহু পূর্বেই প্রত্যাহার করা উচিত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ২৬-৩-১৯৪৯ তারিখের ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহরের প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য মাননীয় উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।'

selubasit@gmail.com